রিসালা নং: ১২৭

তৎক্ষণাৎ ফুফুর সাথে মীমাংসা করে নিলেন

(আত্মীয়দের সাথে ভাল আচরণের ফযীলত সম্বলীত)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" **(তাবারানী)**

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত (صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد এর ফযীলত)	২	সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি (ঘটনা)	১৫
তৎক্ষণাৎ ফুফুর সাথে মীমাংসা করে নিলেন	৩	কি ধরণের আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব?	১৬
বউ-শ্বাশুড়ির মীমাংসার রহস্য	৪	"যু-রেহম মুহরিম" ও "যু-রেহম" দ্বারা উদ্দেশ্য?	১৭
সিলায়ে রেহমী বা আত্মীয়তার বন্ধনের সংজ্ঞা	৬	আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ৭টি মাদানী ফুল	১৮
আত্মীয়-স্বজনদের আর্থিক ও সামাজিক হক সমূহ আদায় করুন	৬	(১) কোন্ আত্মীয়ের সাথে কীভাবে ব্যবহার করবেন?	১৯
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ১০টি উপকারিতা	৭	(২) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ব্যবহারের ধরণ	১৯
সম্পর্ক ছিন্ন করতোনা, রক্ষা করতো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতো	৭	(৩) প্রবাসী হয়ে থাকলে চিঠি প্রেরণ করা	১৯
উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য	৮	(৪) বিদেশে থাকা অবস্থায় পিতা-মাতা আহ্বান করলে আসতে হবে	২০
তিলাওয়াত, পরহেজগারী, নেকীর দাওয়াত ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা	৮	(৫) কোন্ কোন আত্মীয়-স্বজনের সাথে কখন কখন সাক্ষাৎ করবেন	২০
হায়াত ও রিযিক বৃদ্ধি হওয়ার মর্মার্থ	১০	(৬) আত্মীয়-স্বজন কোন হাজত নিয়ে আসলে তা প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া গুনাহ্	২১
মুস্তফা জানে রহমত ﷺ এর দুটি বাণী:	১১		
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী	১১	(৭) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে; সে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তারপরও তুমি রক্ষা করবে	২১
১০ হাজার দিরহাম আত্মীয়-স্বজনদেরকে বন্টন করে দিলেন	১১	সৎ মনোভাব পোষণ করার পদ্ধতি	২১
		জান্নাতের প্রাসাদ তারই মিলবে, যে	২২
আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকুন	১২	শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়-স্বজনদেরকে সদকা দেওয়া উত্তম কাজ	২৩
জেনে বুঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে জায়েয মনে করা কুফরী	১২	আত্মীয়-স্বজন থেকে যখন চরম দুঃখ পৌঁছে	২৩
আপন ভাইকে এটা বলা কেমন: তুমি আমার ভাই নও?	১৩	তথ্যসূত্র	২৬
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকাবস্থায় রহমত নাযিল হয়না	১৪		
অসন্তুষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মীমাংসা করে নিন	১৪		
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ক্ষমা থেকে বঞ্চিত	১৪		
আমানত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর অভিযোগের কারণে পাকড়াও করা হবে	১৫		

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

তৎক্ষণাৎ ফুফুর সাথে মীমাংসা করে নিলেন

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও এ রিসালা পরিপূর্ণ পাঠ করোন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার উপকারী জ্ঞান অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত
(صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد এর ফযীলত)

হযরত সায়্যিদুনা আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ খাইয়াম সমরকন্দী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি একদিন পথ হারিয়ে ফেলি, হঠাৎ এক ভদ্রলোককে দেখতে পাই। অতঃপর তিনি বললেন: আমার সাথে চলো। আমি তাঁর সঙ্গ নিলাম। আমার ধারনা হলো; ইনি হযরত সায়্যিদুনা খিজির عَلَيْهِ السَّلَام। আমি জিজ্ঞাসা করার ফলে তিনি নিজের নাম **খিজির** বললেন। তাঁর সাথে আরো একজন বুজুর্গও ছিলেন। আমি তাঁর নামও জানতে চাইলাম। তখন (তিনি) বললেন: ইনি **ইলইয়াছ** (عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)। আমি আরয করলাম: **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাদের উপর দয়া করুন। আপনারা উভয়ে কি **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? তাঁরা বললেন: হ্যাঁ। আমি আরয করলাম:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছেন এমন কোন ইরশাদ (বাণী) বলুন, যাতে আমি আপনাদের সনদে বর্ণনা করতে পারি। তাঁরা বললেন: আমরা **আল্লাহ্র রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এটা ইরশাদ করতে শুনেছি; "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তার অন্তরকে মুনাফেকী থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেওয়া হয় যেভাবে পানি দ্বারা কাপড় পবিত্র করা হয়। তাছাড়া যে ব্যক্তি "صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد" পাঠ করে সে নিজের উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে নেয়।

(আল কওলুল বদী, ২৭৭ পৃষ্ঠা। জযবুল কুলুব, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তৎক্ষণাৎ ফুফুর সাথে মীমাংসা করে নিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল লোকেরা কথায় কথায় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। তাই পরস্পরের মাঝে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য ভাল নিয়্যত সহকারে আরো বেশি সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে মাদানী ফুল পেশ করার চেষ্টা করছি। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ একদা **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন তিনি ইরশাদ করেছেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীরা যেন আমার মাহফিল থেকে উঠে যায়। এক যুবক উঠে গিয়ে তার ফুফুর নিকট গেলেন, যার সাথে তার কয়েক বৎসরের পুরাতন ঝগড়া ছিল। উভয়ে যখন একে অপরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেল, তখন ফুফু ঐ যুবককে বললেন: তুমি গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে, শেষ পর্যন্ত এরূপ কেন হল? (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর এই ঘোষণার হিকমত কী?) যুবকটি উপস্থিত হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন:

www.dawateislami.net

আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এরূপ শুনেছি, "যে সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকে, সে সম্প্রদায়ের উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত নাযিল হয় না।"

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

বউ-শ্বাশুড়ির মাঝে মীমাংসার রহস্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আগেকার দিনের মুসলমানেরা কী ধরনের **আল্লাহ্**র ভয় পোষণকারী ছিলেন। সৌভাগ্যবান যুবকটি **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে তৎক্ষণাৎ তার ফুফুর কাছে, নিজে উপস্থিত হয়ে মীমাংসার ব্যবস্থা করে নেন। সকলেরই উচিত গভীর চিন্তা করা, বংশের কার কার সাথে সুসম্পর্ক নেই। যখন জানা হয়ে যাবে তখন শরীয়াতের কোন বাধা না থাকলে তৎক্ষণাৎ অসন্তুষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মীমাংসার ব্যবস্থা শুরু করে দিন। যদি নতও হতে হয়, তবে একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য নত হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবেন। **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ- যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য বিনয় অবলম্বন করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১৪০) নিজের পরিবার-পরিজন ও সমাজকে শান্তির বাগানে পরিণত করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের জন্য **মাদানী কাফেলায়** সুন্নাতে ভরা সফর করুন। তাছাড়া মাদানী ইনআমাত অনুসারে জীবন অতিবাহিত করুন। আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি। যেমন- বাবুল মদীনা (করাচী)-র একজন ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে: দীর্ঘদিন ধরে আমার স্ত্রী ও আমার মা অর্থাৎ বউ-শ্বাশুড়ীতে খুবই ঝগড়া চলছিল।

www.dawateislami.net

ফলে স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে যায়। আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। এই সমস্যাকে কিভাবে সমাধান করব তা বুঝে আসছিলনা। এমন সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'মাদানী মুযাকারা'**র **V.C.D. 'ঘর আমন কা গেহওয়ারা কেয়ছে বনে'** আমার হাতে আসে। বিষয়বস্তু দেখে বড় আশা নিয়ে এ **V.C.D.** নিজেও দেখলাম, আমার সম্মানিত আম্মাজানকেও দেখালাম। আর একটি **V.C.D.** আমার শ্বশুড়-বাড়িতেও পাঠিয়ে দিলাম। আমার আম্মাজানের এ **V.C.D.**টি এমন পছন্দ হলো যে, তিনি সেটি পুনরায় দেখলেন। তিনি অবাক হয়ে আমাকে বললেন: 'চলো বেটা, তোমার শ্বশুড়-বাড়ি যাই'। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মনে হচ্ছে যেন, যে কাজ আমি আপ্রাণ চেষ্টার বিনিময়েও করতে পারিনি, তা এ **V.C.D.**টিই করে দিয়েছে। আমার শ্বশুড়-বাড়িতে গিয়ে আম্মাজান খুবই ভালবাসা সহকারে আমার স্ত্রীকে রাজী করলেন এবং তাকে পুনরায় ঘরে নিয়ে এলেন। অপর দিকে আমার স্ত্রীও ইতিবাচক ব্যবহার প্রদর্শন করেছে। ঘরে আসার পরের দিনেই সে শ্বাশুড়ীকে (অর্থাৎ আমার আম্মাজানকে) বলছে: আম্মাজান, আমার রুমটি অনেক বড়। ঘরের অন্যান্য লোকেরা যেই রুমে থাকে সেটা অনেক ছোট। আপনি আমার কক্ষটি ব্যবহার করুন, আর আমি ঐ ছোট কক্ষটি থাকার জন্য নির্দিষ্ট করে নিচ্ছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের যে ঘর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত ছিল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বরকতে শান্তির বাগানে পরিণত হয়ে গেল। (মাদানী মুযাকারার উল্লেখিত **V.C.D. 'ঘর আমন কা গেহওয়ারা কেয়ছে বনে'** মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করতে পারেন। আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** ও দেখতে এবং শুনতে পারবে)।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

সিলায়ে রেহমী বা আত্মীয়তার বন্ধনের সংজ্ঞা

"সিলা" শব্দের অর্থ হচ্ছে: اِيْصَالُ نَوْعٍ مِّنْ اَنْوَاعِ الْاِحْسَان অর্থাৎ- যে কোন ধরণের কল্যাণ ও উপকার করা। (আয যাওয়াজির, ৭ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা) আর **"রেহম"** দ্বারা উদ্দেশ্য: নৈকট্য, আত্মীয়তা। (লিসানুল আরব, ১ম খন্ড, ১৪৭৯ পৃষ্ঠা) **"বাহারে শরীয়াত"**এ বর্ণিত রয়েছে: সিলায়ে রেহমের অর্থ হচ্ছে: সম্পর্ক রক্ষা করা। অর্থাৎ- আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কল্যাণ ও ভাল আচরণ করা।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের খারাপ আচরণের জন্য তাদেরকে ক্ষমা করা একটি মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে এটার বড় প্রতিদান রয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনদের আর্থিক ও সামাজিক হক সমূহ আদায় করুন

১৫ পারা সূরা বনী ইসলাঈল ২৬ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "খাযাইনুল ইরফানে" এ আয়াতের পাদ-টীকায় উল্লেখ করেন: তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখো, মুহাব্বত সহকারে মেলামেশা করো, খোজ-খবর নাও ও সুযোগমত সাহায্য করো এবং সুন্দর সামাজিকতা বজায় রাখো। **মাসআলা:** আর যদি তারা মুহরিমদের (অর্থাৎ- এমন নিকটাত্মীয় যে, যদি তাদের মধ্যে যে কোন কাউকে পুরুষ এবং অন্যান্যকে মহিলা ধরে নেয়া হয়, তবে তাদের মাঝে সব সময়ের জন্য বিয়ে করা হারাম।

www.dawateislami.net

যেমন- মা, বাবা, ভাই, বোন, ছেলে, মেয়ে, চাচা, ফুফী, মামা, খালা, ভাতিজা, ভাতিজী ইত্যাদির) মধ্য থেকে কেউ হয় ও অভাবগ্রস্থ হয়ে যায়, তবে তাদের ব্যয়ভার বহন করা এটাও তাদের হক এবং সামর্থবান আত্মীয়ের উপর (তা) অপরিহার্য। **(খাযাইনুল ইরফান, ৫৩০ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত)**

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ১০টি উপকারিতা

হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ১০টি উপকারিতা রয়েছে। ❁ **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জন হয়। ❁ লোকদের খুশির কারণ হয়। ❁ ফিরিশতারা আনন্দিত হয়। ❁ মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়। ❁ শয়তান এর দ্বারা দুঃখিত হয়। ❁ বয়স বৃদ্ধি পায়। ❁ রিযিকে বরকত হয়। ❁ মৃত্যু বরণকারী মুসলমান বাবা, দাদা খুশি হয়। ❁ একে অপরের সাথে মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। ❁ মৃত্যুরপর এর সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা, লোকেরা তার জন্য মঙ্গলের দোয়া করতে থাকে। **(তাম্বীহুল গাফেলীন, ৭৩ পৃষ্ঠা)**

সম্পর্ক ছিন্ন করতোনা, রক্ষা করতো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতো

পারা- ১৩, সূরা- রাদ, ২১ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَ الَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ یُّوْصَلَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তারাই, যারা জুড়েছে সে বন্ধনকে, যা জোড়ার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "খাযাইনুল ইরফান"এ আয়াতের পাদ টীকায় উল্লেখ করেন: অর্থাৎ- **আল্লাহ্ তাআলার** প্রদত্ত সকল কিতাব এবং তাঁর প্রেরিত সব রাসূলদের উপর ঈমান আনে, আর তাদের কাউকে মান্য করে কাউকে অস্বীকার করে,

www.dawateislami.net

তাদের মধ্যে পার্থক্য করত না। অথবা এ অর্থ হতে পারে: আত্মীয়তার হক সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করেনা, এরই মধ্যে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়তা সমূহ ও ঈমানী আত্মীয়তাও অন্তর্ভূক্ত। সম্মানিত সৈয়্যদগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মুসলমানের সাথে ভালবাসা (তাদের) উপকার করা, আর তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের পক্ষ থেকে (শত্রুদের) প্রতিরোধ করা, তাদের সাথে স্নেহ-মমতা এবং সালাম-দোয়া অব্যাহত রাখা, আর মুসলমান রোগীদের দেখা-শুনা করা এবং আপন বন্ধু-বান্ধব, চাকর, প্রতিবেশী ও সফর-সঙ্গীদের হকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেওয়াও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। (খাযাইনুল ইরফান, ৪৮২ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত)

উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য

ছাহেবে কুরআনে মুবীন, মাহবুবে রব্বুল আ'লামীন, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদা মিম্বর শরীফে তাশরীফ নিলেন। (এমন সময়) একজন সাহাবী আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হল সেই ব্যক্তি, যে বেশি পরিমাণে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে, অধিক খোদাভীরু, **সবচেয়ে বেশি সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে আর সর্বাধিক আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।**"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৫০৪)

তিলাওয়াত, পরহেজগারী, নেকীর দাওয়াত ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বেশি বেশি সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে বর্ণিত হাদীস শরীফের আলোকে কিছু **নেকীর দাওয়াত** দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছি। উক্ত বর্ণনাতে সর্বোত্তম ব্যক্তির চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে:

www.dawateislami.net

(১) বেশি পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা। **(২)** অধিক পরহেজগারীতা **(৩)** সবার চেয়ে অধিক সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া এবং **(৪)** আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। বাস্তবেই এই চারটি খুবই উত্তম বৈশিষ্ট্য। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের প্রদান করুক। আমীন! এই চারটি বৈশিষ্ট্যের ফযীলত সমূহ লক্ষ্য করুন।

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারী আসবে, তখন কুরআন আরয করবে: **হে আল্লাহ্!** একে জান্নাতি পোষাক পরিধান করাও। অতঃপর তাকে অভিজাতপূর্ণ জান্নাতী পোষাক পরিধান করিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর কুরআন আরয করবে: **হে আল্লাহ্!** তাতে বৃদ্ধি করে দাও, তখন তাকে কারামতের তাজ পরিধান করানো হবে। অতঃপর কুরআন আরয করবে: **হে আল্লাহ্!** তার উপর তুমি রাজি হয়ে যাও। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর রাজি হয়ে যাবেন। অতঃপর সেই কুরআন তিলাওয়াতকারীকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে: (তুমি) কুরআন পাঠ করে করে জান্নাতের দরজাগুলো অতিক্রম করে যাও এবং প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তাকে একটি (করে) নেয়ামত প্রদান করা হবে।" **(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, হাদীস- ২৯২৪)**

(২) পরহেজগারদের জন্য আখিরাতে সাফল্যের সুসংবাদ শোনানো হয়েছে। যেমন- ২৫ পারার সূরা যুহরুফের ৩৫ নম্বর আয়াতে ইরাশাদ হচ্ছে:

وَ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِیْنَ ﴿۳۵﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "এবং আখিরাত তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরহেজগারদের জন্যই।"

(পারা- ২৫, সূরা- যুহরুফ, আয়াত- ৩৫)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাণী হচ্ছে: 'জান্নাতুল ফিরদৌস' বিশেষ করে সেসব লোকের জন্য যারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করে। (তামবীহুল মুগতারীন, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

(৪) **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যার এটা পছন্দ! তার হায়াত ও রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হোক, তবে তার উচিত হচ্ছে, নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬)

হায়াত ও রিযিক বৃদ্ধি হওয়ার মর্মার্থ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"**এর ৩য় খন্ডের ৫৬০ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাতে হায়াত বৃদ্ধি পায় আর রিযিক প্রশস্ত হয়। কোন কোন আলিমগণ এই হাদীস শরীফের প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এখানে তকদীরে মুয়াল্লাকই উদ্দেশ্য। কেননা, তকদীরে মুবরাম পরিবর্তন হতে পারেনা।[১]

إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তাদের ওয়াদা যখন আগমন করবে একটা মুহূর্ত না পিছে হটবে, না সামনে বাড়বে।"
(পারা: ১১, সূরা: ইউনুস, আয়াত: ৪৯)

[১] ক্বাজা দ্বারা এখানে ভাগ্যকেই বুঝানো হয়েছে। ক্বাজার প্রকার ও এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **বাহারে শরীয়াতে**র ১ম খন্ডের ১৪ থেকে ১৭ পৃষ্ঠার অধ্যয়ন করুন। বিশেষ করে মজলিশ মদীনাতুল ইলমিয়ার পক্ষ থেকে প্রদত্ত টীকা-টিপ্পনীগুলো অনুপম এবং বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণার মহৌষধ।

www.dawateislami.net

আবার কতিপয় ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেছেন: হায়াত বৃদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে; মৃত্যুর পরে ও তার সাওয়াব লিখা হয়, সে যেন এখনও জীবিত। অথবা এটা উদ্দেশ্য; মৃত্যুর পরেও লোকদের মাঝে তার ভাল আলোচনা অব্যাহত থাকে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

মুস্তফা জানে রহমত ﷺ এর দুইটি বাণী:

(১) "যে আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের উপর ঈমান রাখে তার উচিত যেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬১৩৮)

(২) "কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** আরশের ছায়ায় তিন প্রকারের লোক থাকবে (তাদের মধ্যে এক প্রকার হল) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী।"

(আল ফিরদৌস বিমাছুরীল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫২৬)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: আমি হযরত যয়নব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর চাইতে বেশি দ্বীনদার, বেশি পরহেজগার, বেশি সত্যবাদী, বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং বেশি সদকা প্রদানকারী কোন মহিলা দেখিনি। (মুসলিম, ১৩২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৪২)

১০ হাজার দিরহাম আত্মীয়-স্বজনদেরকে বন্টন করে দিলেন

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর খিদমতে ১০ হাজার দিরহাম প্রেরণ করলেন, তখন তিনি এই মুদ্রা নিজের আত্মীয়-স্বজনদেরকে বন্টন করে দিলেন। (আসাদুল গাবাহ, ৭ম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকুন

কুরআন মজীদে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, যার নাম নিয়ে প্রার্থনা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। (পারা- ৪, সূরা- নিসা, আয়াত- ১)

এ আয়াতের পাদ টীকায় "তাফসীরে মাযহারী"তে বর্ণিত রয়েছে: অর্থাৎ- তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকো।

(তাফসীরে মাযহারী, ২য় খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা)

জেনে বুঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে জায়েয মনে করা কুফরী

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবেনা।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৮৪) হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীস শরীফের পাদটীকায় উল্লেখ করেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা, যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত ও কোন দ্বিধা ছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম জানা সত্ত্বেও সেটা হালাল ও জায়েয মনে করে, সে কাফির। সর্বদা জাহান্নামে থাকবে এবং জান্নাতে যাবেনা, অথবা এটা উদ্দেশ্য প্রথমে (জান্নাতে) প্রবেশকারীদের সাথে জান্নাতে যাবেনা। বা এটা উদ্দেশ্য, আযাব থেকে মুক্তি প্রাপ্তদের সাথে (জান্নাতে) যাবেনা (অর্থাৎ- প্রথমে শাস্তি পাবে তারপর (জান্নাতে) যাবে)। (মিরকাত, ৭ম খন্ড, ৪৯২২ নং হাদীসের পাদটীকা)

"তাফহীমুল বুখারীতে" বর্ণিত রয়েছে: আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব এতে (কোন) মতভেদ নেই এবং তা ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ।

www.dawateislami.net

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কিছু স্তর রয়েছে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে এটা, অসন্তুষ্টি দূর করা এবং সালাম ও কথাবার্তা দ্বারা ভাল ব্যবহার করা, স্বাভাবিক ও প্রয়োজনের ধরণ হিসেবে সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। কোন সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব আবার কোন সময় মুস্তাহাব। যদি কোন সময় সম্পর্ক রাখল কিন্তু পুরোপুরিভাবে রাখলনা, তবে সেটাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা বলা যাবেনা। (তাফহীমুল বুখারী, ৯ম খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

একটি শিক্ষণীয় ফতোয়া লক্ষ্য করুন, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩তম খন্ড, ৬৪৭ থেকে ৬৪৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

আপন ভাইকে এটা বলা কেমন: তুমি আমার ভাই নও?

প্রশ্ন: যদি যায়েদ আপন ভাই বকরকে কোন প্রতারনার কারণে একটি মজলিশে উচ্চ আওয়াজে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে বলে যে, "তুমি আমার ভাই নও।" এমতাবস্থায় যায়েদের উপর এই কারণে পবিত্র শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন কাফ্ফারা আবশ্যক রয়েছে? যদি হয়ে থাকে তবে তা কি ও কি পরিমাণ?

উত্তর: যদি তার ভাই তার সাথে কোন ব্যাপারে ভ্রাতৃত্বের বিপরীত করে যা ভাই ভাইয়ের সাথে করেনা। তবে এটা বলার দ্বারা তাকে দোষারোপ করা যাবেনা। এই অস্বীকৃতি (অস্বীকার) দ্বারা প্রকৃত অস্বীকার উদ্দেশ্য হবেনা, বরং ভাই হওয়ার কারণে যেমন আচরণ করা দরকার তেমন আচরন করে নাই। আর এমন যদি না হয় বরং শরীয়াতের কারণ ছাড়া এরূপ বলে তবে তিনটি কবীরা গুনাহকারী হিসাবে গন্য হল: (১) প্রকাশ্য মিথ্যা, (২) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং (৩) মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া। এর জন্য তাওবা করা ফরয আর ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া আবশ্যক। وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

www.dawateislami.net

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকাবস্থায় রহমত নাযিল হয়না

"তাবারানী"তে হযরত সায়্যিদুনা আমাশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ একদা ভোরে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন: আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা**র দোহাই দিচ্ছি, তারা যেন এখান থেকে চলে যায়, যাতে আমরা **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে মাগফিরাতের ফরিয়াদ করতে পারি। কেননা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের জন্য আসমানের দরজাগুলো বন্ধ থাকে। (অর্থাৎ তারা যদি এখানে উপস্থিত থাকে, তাহলে রহমত আসবে না আর আমাদের দোয়া কবুল হবেনা)। (আল মুজামুল কবীর, ৯ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ৮৭৯৩)

অসন্তুষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মীমাংসা করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা সামান্য সামান্য কথার কারণে নিজের বোন, মেয়ে, ফুফু, খালা, মামা, চাচা, ভাতিজা, ভাগিনা ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, ঐ সমস্ত লোকের জন্য বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফে শিক্ষাই শিক্ষা রয়েছে। আমার মাদানী অনুরোধ হচ্ছে, যদি আপনার কোন আত্মীয়-স্বজনের সাথে অসন্তুষ্টি থাকে যদিও আত্মীয়ের অপরাধ হোক (তারপরও) মীমাংসার জন্য স্বয়ং নিজেই প্রথমে এগিয়ে আসুন এবং নিজে অগ্রসর হয়ে হাসি মুখে তার সাথে মিলিত হয়ে সম্পর্ক ঠিক করে নিন।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ক্ষমা থেকে বঞ্চিত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "সোমবার এবং বৃহস্পতিবার **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে বান্দার আমল সমূহ পেশ করা হয়। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** পরস্পর শত্রুতা পোষণকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।" (আল মুজামুল কাবীর লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৯)

www.dawateislami.net

আমানত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর অভিযোগের কারণে পাকড়াও করা হবে

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "আমানত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীকে প্রেরন করা হবে তখন তা পুলসিরাতের ডান দিকে বাম দিকে দাঁড়িয়ে যাবে।" (মুসলিম, ১২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৯) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীস শরীফের পাদটীকায় উল্লেখ করেন: এ দুই গুনাবলীর খুবই সম্মান হবে। কেননা, এদের উভয়কে পুলসিরাতের আশে-পাশে সুপারিশ এবং অভিযোগের জন্য দণ্ডায়মান করা হবে, এদের সুপারিশের উপর মুক্তি, এদের অভিযোগে পাকড়াও করা হবে। এ আলীশান ফরমান থেকে জানা গেল, মানুষ যেন আমানতদারী এবং আত্মীয়-স্বজনদের হক সমূহ অবশ্যই আদায় করে। কেননা, এ দুইটির মধ্যে অলসতা করার কারণে কঠিন পাকড়াও রয়েছে। আর তাদের সুপারিশের দ্বারা দোযখ থেকে মুক্তি রয়েছে (আর) তাদের অভিযোগের কারণে সেখানে নিমজ্জিত হতে হবে।

(মিরআতুল মানাযীহ, ৭ম খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "তাম্বীহুল গাফেলীন" কিতাবে বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: খোরাসানের অধিবাসী একজন নেককার ব্যক্তি মক্কা মুকার্‌রমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا বসবাস করত। লোকেরা তার কাছে নিজেদের আমানত (জমা) রাখত, এক ব্যক্তি তার কাছে ১০ হাজার আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) আমানত (জমা) রেখে নিজের কোন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য সফরে রওনা হয়ে গেল। যখন সে ফিরে আসল তখন সে খোরাসানী ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল। তার পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে নিজের আমানতের কথা জিজ্ঞাসা করল:

www.dawateislami.net

তখন তারা জানে না বলে মত প্রকাশ করল। আমানত রাখা ব্যক্তি মক্কা-মুকার্‌রমার ওলামায়ে কিরামদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করল: আমার কি করা উচিত? তারা বলল: আমরা আশা করছি, সে খোরাসানী ব্যক্তি জান্নাতী হবে, তুমি এমন করো যে, অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর জমজম কূপের পাশে গিয়ে তার নাম নিয়ে আহবান করবে এবং তার কাছে জিজ্ঞাসা করবে। সে তিন রাত এমনই করল, সেখান থেকে কোন উত্তর পেলনা। সে পুনরায় গিয়ে ঐ ওলামায়ে কিরামগণকে বলল: তারা اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ করে বলল: আমাদের ভয় হচ্ছে সে সম্ভবত জান্নাতী হয়নি, তুমি ইয়ামেন চলে যাও সেখানে বারহুত নামক উপত্যকায় একটি কূপ রয়েছে, সেখানে গিয়ে এভাবে আহ্বান করবে, সে তাই করল তখন প্রথম আহ্বানে উত্তর পেল আমি সেগুলো ঘরের অমুক স্থানে দাফন করেছি আর আমি ঘরের অধিবাসীদের কাছে আমানত রাখি নাই। আমার ছেলের কাছে যাও এবং ঐ স্থান খনন কর তুমি পেয়ে যাবে সুতরাং সে এরূপই করল এবং সম্পদ পেয়ে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি তো খুবই নেককার ব্যক্তি ছিলে তবে এখানে কিভাবে পৌঁছলে? সে বলল: আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন খোরাসানে থাকত, যাদের সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার মৃত্যু চলে আসে। এ কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে এ শাস্তি দিলেন এবং এ স্থানে পঠিয়ে দিলেন।

(তাম্বীহুল গাফেলীন, ৭২ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)

কি ধরণের আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" এর ৩য় খন্ডের, ৫৫৮-৫৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে:

www.dawateislami.net

যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব, তারা কারা? কিছু ওলামায়ে কিরাম বলেন: যু-রেহম মুহরিম, আবার অনেকে বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: যু-রেহম মুহরিম হোক বা না হোক। আর দ্বিতীয় মতই বেশি সুস্পষ্ট রয়েছে। হাদীস শরীফে সাধারণ ভাবে (কোন শর্ত ছাড়া) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ এসেছে। কুরআন মজীদেও সাধারণ ভাবে (শর্তহীন ভাবে) সিলাহে রেহমি (অর্থাৎ- আত্মীয়তা) উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ বিষয়টি জরুরী যে, আত্মীয়তার মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন স্তর রয়েছে সেহেতু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। মাতা-পিতার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি, এরপর যু-রেহম মুহরিমের (অর্থাৎ- ঐসব আত্মীয়-স্বজন যাদের সাথে বংশীয় সম্পর্ক হওয়ার কারণে বিবাহ সব সময়ের জন্য হারাম হয়ে থাকে) তাদের পর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের স্তর অনুযায়ী পদ মর্যাদা (অর্থাৎ- নিকটাত্মীয়ের তারতম্য অনুযায়ী)। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

"যু-রেহম মুহরিম" ও "যু-রেহম" দ্বারা উদ্দেশ্য?

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সূরা বাকারার ৮৩ নং আয়াতে: وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِی الْقُرْبٰی **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো আর আত্মীয়-স্বজনের সাথেও।" এর ব্যাখ্যায় "তাফসীরে নঈমী"তে উল্লেখ করেন: قُرْبٰی অর্থ- আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ আপন নিকট আত্মীয়দের সাথে অনুগ্রহ করো। কেননা, নিকট আত্মীয়দের সম্পর্ক মা-বাবার মাধ্যমে হয়ে থাকে আর তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও মা-বাবার তুলনায় কম, এ জন্য তাদের হক ও মা-বাবার পরে, এ স্থানও কিছু নির্দেশনা রয়েছে। **প্রথম নির্দেশনা:** ذِی الْقُرْبٰی ঐ লোকেরা যাদের সাথে সম্পর্ক মাতা-পিতার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

যাকে "ذِی رِحْم "ও বলা হয়, এরা তিন ভাগে বিভক্ত রয়েছে: **এক:** পিতার আত্মীয়-স্বজন যেমন- দাদা, দাদী, চাচা, ফুফু ইত্যাদি। **দুই:** মাতার (আত্মীয়) যেমন- নানা, নানী, মামা, খালা, বৈপিত্রেয় ভাই (অর্থাৎ- যাদের পিতা আলাদা এবং মাতা এক এমন ভাই-বোন) ইত্যাদি। **তিন:** উভয়ের আত্মীয়-স্বজন যেমন- আপন ভাই-বোন, এদের মধ্যে যার সাথে সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ট হবে তার হক অগ্রাধিকার (পাবে)। **দ্বিতীয় নির্দেশনা:** নিকট আত্মীয় দুই প্রকার **এক:** যাদের সাথে বিবাহ হারাম, তাদের যি-রেহম মুহরিম বলে (অর্থাৎ- এমন নিকটাত্মীয় যে, যদি তাদের মধ্যে যে কাউকে পুরুষ ও মহিলা ধরে নেয়া হয় তবে তাদের মাঝে সবসময়ের জন্য বিয়ে হারাম। যেমন- মা, বাবা, ভাই, বোন, চাচা, ফুফী, মামা, খালা, ভাতিজা, ভাতিজী ইত্যাদি)। প্রয়োজনের সময় তাদের সেবা করা ফরয। যে করবেনা সে গুনাহগার হবে। **দুই:** যাদের সাথে বিবাহ হালাল। যেমন- খালা, মামা, চাচার সন্তানাদি, তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ভাল আচরণ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং অনেক সাওয়াব, কিন্তু প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন বরং সকল মুসলমানের সাথে ভাল আচরণ করা জরুরী এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। (তাফসীরে আযিযী) **তৃতীয় নির্দেশনা:** শশুড় বাড়ীর দিকের আত্মীয়-স্বজন যি-রেহম নয়, হ্যাঁ তাদের মধ্যে কতিপয় মুহরিম রয়েছে, যেমন- শাশুড়ি ও দুধ মাতা (আবার) অনেকে মুহরিমই নয়, তাদেরও হক রয়েছে এমনকি প্রতিবেশীরও হক রয়েছে কিন্তু এ সমস্ত লোকেরা এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা, এখানে মুহরিম এবং আত্মীয়-স্বজন উদ্দেশ্য। **(তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)**

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ৭টি মাদানী ফুল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'বাহারে শরীয়াত'** কিতাবের ৩য় খন্ডের ৫৫৯ থেকে ৫৬০ পৃষ্ঠা হতে সৎ চরিত্রের ৭টি মাদানী ফুল গ্রহণ করে নিন।

www.dawateislami.net

(১) কোন্ আত্মীয়ের সাথে কীভাবে ব্যবহার করবেন?

হাদীস শরীফে সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ এসেছে। পবিত্র কুরআন শরীফে সাধারণ ভাবে (অর্থাৎ শর্তহীনভাবে) 'যবিল কুবরা' অর্থাৎ নিকটাত্মীয় বলা হয়েছে। কিন্তু এ কথা আবশ্যক যে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন স্তর রয়েছে, (সেহেতু) তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। পিতা-মাতার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। এরপর 'যু রেহেম মুহরিমের' (অর্থাৎ ঐসব আত্মীয়-স্বজন যাদের সাথে বংশীয় সম্পর্ক হওয়ার কারণে বিবাহ সব সময়ের জন্য হারাম)। তাদের পর অবশিষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের স্তর অনুযায়ী পদ মর্যাদা (অর্থাৎ নিকটাত্মীয়ের তারতম্য অনুযায়ী) রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

(২) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ব্যবহারের ধরন

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। তাদেরকে উপহার-সামগ্রী দেওয়া এবং কোন ব্যাপারে যদি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে সে কাজে তাদের সাহায্য করা। তাদের সালাম দেওয়া। তাদের সাক্ষাতে গমন করা। তাদের সাথে উঠা-বসা করা। তাদের সাথে কথাবার্তা বলা। তাদের সাথে মুহাব্বত ও নম্রতা প্রদর্শন করা। (দুরর, ১ম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

(৩) প্রবাসী হয়ে থাকলে চিঠি প্রেরণ করা

সে যদি প্রবাসী হয়ে থাকে, তাহলে আত্মীয়-স্বজনদের নিকট চিঠি প্রেরণ করবে। তাদের সাথে চিঠি আদান-প্রদান অব্যাহত রাখবে, যাতে করে সম্পর্ক-ছিন্নতা সৃষ্টি না হয়। সম্ভব হলে দেশে আসবে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক তাজা করে নিবে। এভাবে করলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা) (ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও যোগাযোগের ব্যবস্থা ফলদায়ক)

www.dawateislami.net

(৪) বিদেশে থাকা অবস্থায় পিতা-মাতা আহ্বান করলে আসতে হবে

সে যদি বিদেশে থাকে, আর তার পিতা-মাতা তাকে দেশে আসতে বলেন, তাহলে আসতেই হবে। চিঠি লিখে (জবাব দেওয়া) যথেষ্ট হবেনা। অনুরূপভাবে মাতাপিতার যদি তার থেকে সেবা নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে বিদেশ থেকে চলে এসে তাদের সেবা করবে। পিতার পরে দাদা ও বড় ভাইয়ের মর্যাদা। কারণ, বড় ভাই পিতার স্থলাভিষিক্ত। বড় বোন ও খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত। কোন কোন ওলামায়ে কেরাম চাচাকে পিতার মত বলেছেন, আর হাদীস শরীফ হল: عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوَ اَبِيْهِ (অর্থাৎ- 'চাচা পিতার সমতুল্য হয়ে থাকে।') এ থেকেও তাঁদের কথার প্রমাণ মিলে। তাদের ব্যতীত অন্যান্যদের নিকট চিঠি কিংবা উপহার সামগ্রী প্রেরণ করা যথেষ্ট। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

(৫) কোন্ কোন্ আত্মীয়-স্বজনের সাথে কখন কখন সাক্ষাৎ করবেন

বিরতি দিয়ে দিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকবেন। অর্থাৎ একদিন সাক্ষাতে যাবেন, তো পরের দিন যাবেন না। এভাবে অনুমান করে (যাতায়াত) রাখবেন। কেননা, এতে মায়া-মমতা বৃদ্ধি পায়। বরং কাছের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে প্রতি শুক্রবারে সাক্ষাত করবেন কিংবা মাসে একবার, আর বংশের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত। যদি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে অন্যান্যদের সাথে মোকাবেলায় ও হক প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন। (দুরর, ১ম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(৬) আত্মীয়-স্বজন কোন হাজত নিয়ে আসলে তা প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া গুনাহ

যখন আপন কোন আত্মীয়-স্বজন আপনার কাছে কোন হাজত নিয়ে আসে, তখন আপনি তার হাজত পূর্ণ করে দিবেন। সেটা প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া মানে সম্পর্ক ছিন্ন করা। (প্রাগুক্ত) (মনে রাখবেন! আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব, আর ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ)

(৭) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে; সে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তারপরও তুমি রক্ষা করবে

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহারের নাম এটা নয়, সে সদ্ব্যবহার করলে আপনিও করবেন। এ তো মূলতঃ অদল-বদল করা। সে তোমার কাছে জিনিস প্রেরণ করল, তুমিও তার কাছে প্রেরণ করলে। সে তোমার কাছে আসল (তাই) তুমি তার কাছে গেলে। প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হল এটা, সে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আর তুমি রক্ষা করবে। সে তোমার কাছ থেকে পৃথক হতে চায়, অবজ্ঞা করে, কিন্তু তুমি তার সাথে আত্মীয়তার হকের খেয়াল রাখবে।

(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

সৎ মনোভাব পোষণ করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত ৭টি মাদানী ফুল খুবই মনোযোগ দেওয়ার মত। বিশেষ করে সপ্তম মাদানী ফুলটি যাতে অদল-বদলেরই কথা উল্লেখ রয়েছে সেটির ব্যাপারে আবেদন যে, আজকাল সাধারণতঃ এই অদল-বদলই হচ্ছে। এক আত্মীয় যদি তাকে বিয়েতে দাওয়াত দিয়ে থাকে, তখন সেও তাকে দাওয়াত দেয়। যদি সে (দাওয়াত) না দেয় তবে এও দেয়না। সে যদি তাদের বেশি সংখ্যক সদস্যকে দাওয়াত দেয় পক্ষান্তরে এ যদি তাদের কম সদস্যকে দাওয়াত দেয়, তাহলে ঠিকমত নোটিশ দিয়ে দেয়,

www.dawateislami.net

খুব সমালোচনা ও গীবত করা হয়ে থাকে। অনুরূপ যে আত্মীয় তাদের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে থাকে তাহলে সেও তাদের অনুষ্ঠানে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, আর এতে করে অনেক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। অথচ কেউ আমাদের দাওয়াতে উপস্থিত না হলে তার ব্যাপারে ভাল ধারণা করার কয়েকটি দিক থাকতে পারে। যেমন: সে হয়ত অসুস্থ হয়ে গেছে, হয়ত ভুলে গেছে, জরুরী কাজে আটকা পড়ে গেছে, কিংবা কোন কঠিন বাধ্যবাধকতায় পড়েছেন যার বিস্তারিত বলা তার জন্য কষ্টসাধ্য ইত্যাদি। সে তার অনুপস্থিতির কারণ বলুক বা না বলুক আমাদের উচিৎ তার প্রতি ভাল মনোভাব রেখে সাওয়াব অর্জন করা, আর জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকা। কেননা, **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ- "ভাল ধারনা (করা) সর্বোত্তম ইবাদত।" **(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৯৩)**

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের কয়েকটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন: 'মুসলমানদের ব্যাপারে ভাল ধারনা করা, তাদের প্রতি কুধারনা না করা এটাও উত্তম ইবাদত সমূহের মধ্যে একটি ইবাদত।' **(মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২১ পৃষ্ঠা)**

জান্নাতের প্রাসাদ তারই মিলবে, যে .....

ধরে নেয়া যাক, আমাদের আত্মীয়-স্বজন অলসতার কারণে বা যে কোন কারণে ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের এখানে আসলনা, আমাদেরকে তাদের ঘরে দাওয়াত দিলনা, বরং সে প্রকাশ্যে আমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করেছে, তা সত্ত্বেও উদারতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাআব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **সুলতানে দোজাহান, শাহানশাহে কওন ও মকান, রহমতে আলমিয়ান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

"যে এটা পছন্দ করে যে, তার জন্য (জান্নাতে) প্রাসাদ তৈরি করা হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক (তবে) তার উচিত হচ্ছে, যে (ব্যক্তি) তার উপর অত্যাচার করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। আর যে তাকে বঞ্চিত করে, তাকে দান করা। যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।"

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৩য় খন্ড, ১২ পৃষ্টা, হাদীস: ৩২১৫)

শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়-স্বজনদেরকে সদকা দেওয়া উত্তম কাজ

কেউ আমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করুক বা না করুক আমাদের পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখা উচিত। "মুসনাদে ইমাম আহমদ"এর হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "اِنَّ اَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلٰى ذِىْ الرَّحِمِ الْكَاشِحِ অর্থাৎ- 'নিশ্চয় উত্তম সদকা তা-ই যা শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়া হয়ে থাকে।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৫৮৯)

আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে যখন চরম দুঃখ পৌঁছে

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে তাঁর খালাত ভাই গরীব ও নিঃস্ব, মুহাজির, বদরী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা মিসতাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ (যাঁর ব্যয় তিনি নির্বাহ করতেন) খুবই দুঃখ দিলেন। তা হল, তিনি আমীরুল মুমিনীনের প্রিয় কন্যা অর্থাৎ- উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর উপর অপবাদ লেপনকারীদের পক্ষে ছিলেন। এতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকে খরচ না দেয়ার কসম করলেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮ পারার সূরা নূরের ২২ নম্বর আয়াতটি নাযিল হয়। সে আয়াতটি হল:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং তারা যেন শপথ না করে যারা তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান ও সামর্থ্যবান, আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং **আল্লাহ্‌র** রাস্তায় হিজরতকারীদের প্রদান না করার এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি একথা পছন্দ কর না যে, **আল্লাহ** তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আর **আল্লাহ** ক্ষমাশীল দয়ালু।"

আয়াতটি যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করোলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: নিশ্চয় আমার আশা হচ্ছে যেন, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করেন, আর আমি মিস্‌তাহের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সাথে যে সদাচার করতাম, তা কখনও বন্ধ করবনা। অতএব, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর জন্য আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা (পুনরায়) চালু করে দিলেন। এই আয়াত থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি কোন কাজে শপথ করে অতঃপর (যখন) জানতে পারে, সেটা করাই উত্তম, তবে তার উচিত হচ্ছে সে কাজটি করা এবং কসমের কাফ্‌ফারা দেওয়া সহীহ হাদীসে এমনই উল্লেখ রয়েছে। (খাযাইনুল ইরফান প্রনেতা) তিনি আরও বলেন: এ আয়াত থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মহত্ব প্রমাণিত হল। এর মাধ্যমে তাঁর মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) (কুরআনের আয়াতে) 'اُولُوا الْفَضْل' (অর্থাৎ ফযীলতপূর্ণ) ইরশাদ করেছেন।

(খাযাইনুল ইরফান, ৫৬৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !!

বয়াঁ হো কিস জবাঁ ছে মর্তবা সিদ্দীকে আকবর কা
হে ইয়ারে গার মাহবুবে খোদা সিদ্দীকে আকবর কা।
মকামে খাবে রহমত চেয়ন ছে আরাম করনে কো
বনা পেহলুয়ে মাহবুবে খোদা সিদ্দীকে আকবর কা। (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১৬ মুহার্‌রমুল হারাম, ১৪৩৬ হিঃ
১০-১১-২০১৪ইং

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" **(তাবারানী)**

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মাজিদ		মিরকাত	দারুল ফিকির বৈরুত
তাফসীরে মাযহারী	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	মিরআতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
খাযাইনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী	তাফহিমুল বুখারী	তাফহিমুল বুখারী পাবলিকেশন্স সরদারাবাদ ফয়সালাবাদ
তাফসীরে নঈমী	মাকতাবা ইসলামীয়া মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	আসাদুল গাবা	দারে ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আল কউলুল বদী	মুওয়াস্সাতুর রইয়ান, বৈরুত
মুসলিম	দারে ইবনে হাযম, বৈরুত	জযবুল কুলুব	নূরী বুক ডিপু মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
আবু দাউদ	দারে ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত	তাম্বিহুল মুগতাররীন	দারুল মারিফা, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	তাম্বিহুল গাফিলিন	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	আয্যাওয়াজির	দারুল মারিফা, বৈরুত
মু'জাম কাবীর	দারে ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত	দুর্‌র	বাবুল মদীনা, করাচী
আল মুসতাদরাক	দারুল ফিকির বৈরুত	রদ্দুল মুহতার	দারুল মারিফা বৈরুত
আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
আল ফিরদাউস বিমাছুরিল খাত্তাব	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী

www.dawateislami.net

দারিদ্রতা থেকে বাঁচার ব্যবস্থাপত্র এবং জান্নতের ধনভান্ডার

দু'টি হাদীস শরীফঃ

(১) "কোন ঘরের অধিবাসী এমন নেই যে, পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল আচরণ করে) অতঃপর দরিদ্র হয়ে যায়।" (আল ইহসান বিতারতীবি সহীহ ইবনে হাব্বান, ১ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৪১) (২) "চারটি জিনিস জান্নাতের ধনভান্ডারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত: গোপনে সদকা করা, মুসীবতের কথা গোপন করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা।" (তারিখে বাগদাদ. ৩য় খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net